সংবাদমাধ্যমে

বাংলা ভাষার শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল প্রয়োগ

মো. মামুন অর রশিদ

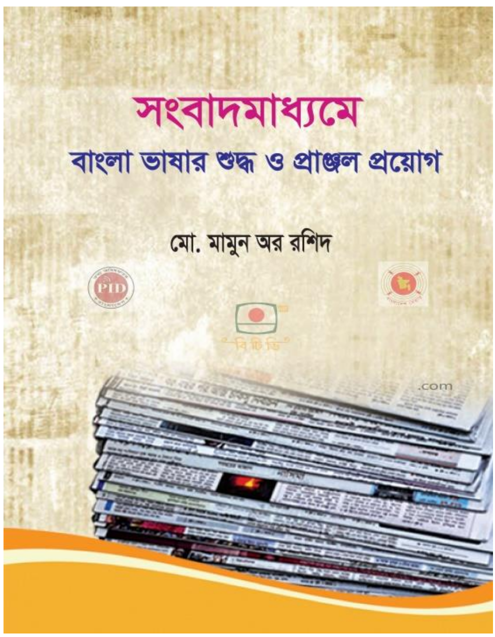

ত্রিনয়ন প্রকাশন

প্রকাশক :

আতিকুর রহমান

ত্রিনয়ন প্রকাশন, গভ. স্কুল স্ট্রিট, দোলেশ্বর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১১ এবং নতুন জল্লার হাট সড়ক, বাহেরঘাট, উজিরপুর, বরিশাল-৮২২১ থেকে প্রকাশিত।

ইমেইল : firstagrobd@gmail.com

মুঠোফোন : ০১৫১১১৮৩৬৩১, ০১৬৭০২১৭৪২০

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৫

পরিবেশক : উদয়ন লাইব্রেরি, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৭৭৪২৭৮৮৪
উত্তরণ, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা, ০১৮১৭০৯১৩৮৬
www.rokomari.com
www.trinoyonprokashon.com

প্রাপ্তিস্থান : সুমন ল বুক সিন্ডিকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা
০১৯১১১২১৯৭৪, ০১৯১৫৮১০১৭৪

প্রচ্ছদ-শিল্পী : সুবর্ণা শীল

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০০ টাকা US$ 5.00

ISBN : 978-984-97145-9-0

কপিরাইট © লেখক ও প্রকাশক

[প্রকাশক ও লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া যে-কোনো প্রক্রিয়ায় ত্রিনয়ন প্রকাশনের বইয়ের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্ত লঙ্ঘিত হলে মেধাস্বত্ব অধিকার ও কপিরাইট আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।]

লেখক ও প্রকাশক কর্তৃক সকল স্বত্ব সংরক্ষিত।

অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটির জন্য মার্জনা করবেন।

মুখবন্ধ

সংবাদমাধ্যমে ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে—যাঁরা বিভিন্নভাবে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের অনেকেই এ ক্ষেত্রে উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট সংবাদমাধ্যম বা হাল আমলের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কি শুধুই সংবাদের উৎস বা মাধ্যম? মোটেই তা নয়। সংবাদমাধ্যম ভাষাচর্চারও অন্যতম ক্ষেত্র। এ কারণে সংবাদমাধ্যমে বাংলা ভাষার প্রমিত ও প্রাঞ্জল রূপের যথাযথ প্রতিফলন হওয়া উচিত।

দীর্ঘ ত্রিশ বছরেরও অধিক সময় তথ্য সার্ভিসে চাকুরিকালীন বাংলা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার-সংক্রান্ত তেমন কোনো প্রকাশনা চোখে পড়েনি। এ ক্ষেত্রে সহকর্মী মো. মামুন অর রশিদ-এর 'সংবাদমাধ্যমে বাংলা ভাষার শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল প্রয়োগ'-শীর্ষক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তিনি সংবাদমাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুল ও অপপ্রয়োগ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। একই সঙ্গে সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারে যেসব বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, সেসব বিষয় চিহ্নিত করে তা উপস্থাপন করেছেন। আমি মনে করি, গণমাধ্যমকর্মী ও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত জনসংযোগ কর্মকর্তা-সহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এ প্রকাশনার মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

আশা করি, ব্যতিক্রমধর্মী এ গ্রন্থ পাঠকপ্রিয়তা পাবে এবং লেখকের মহতী প্রয়াস সফল হবে।

অক্টোবর ২০২৫

মোঃ নিজামূল কবীর
প্রধান তথ্য অফিসার
তথ্য অধিদফতর

প্রসঙ্গকথা

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে জনগণের যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যম হলো ভাষা। এই ভাষার মাধ্যমেই সংবাদমাধ্যম প্রতিদিন অসংখ্য পাঠক-শ্রোতার কাছে তথ্য পৌঁছায়। সংবাদমাধ্যম শুধু তথ্যপ্রকাশের মাধ্যম নয়; বরং পাঠক-শ্রোতার ভাষাচর্চারও অন্যতম ক্ষেত্র। তবে, সংবাদমাধ্যমের ভাষার গাঁথুনি যদি দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে জনগণের কাছে ভুল বার্তা যাবে। আর জনগণ প্রতিনিয়ত ভুলের সঙ্গে পরিচিত হলে, একসময় ভুলই তাঁদের কাছে শুদ্ধ মনে হবে।

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে বাংলা শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ, অপ্রয়োজনে বিদেশি শব্দের ব্যবহার, ভুল বানান, শব্দচয়নজনিত ত্রুটি, জটিল বাক্যের ব্যবহার-সহ ভাষাগত বিভিন্ন অসংগতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অসংগতি পাঠক-শ্রোতার মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

বাংলা ভাষার লিখিত রূপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভান্ডার হলো সংবাদপত্র। প্রতিদিনের সংবাদ, সম্পাদকীয়, নিবন্ধ কিংবা ফিচারের মাধ্যমে সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহার প্রতিফলিত হয়। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগেও সংবাদপত্র বাংলা ভাষাচর্চার অন্যতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে আছে।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে ভাষা ও বানানরীতিতে পার্থক্য রয়েছে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলেও এই পার্থক্য ছিল।

বর্তমানে সংবাদপত্রসমূহে ব্যবহৃত কিছু শব্দের সঙ্গে বাংলা একাডেমির অভিধানভুক্ত কিছু শব্দের বানানগত পার্থক্য রয়েছে। বাংলা একাডেমির অভিধান ও সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে বানান-পার্থক্য যত কমিয়ে আনা যাবে, বাংলা ভাষার প্রমিত ব্যবহারে তত বেশি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

সংবাদমাধ্যমে বাংলা ভাষার শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল প্রয়োগ নিশ্চিত করার প্রয়াস হিসেবে গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। তথ্য অধিদফতরের পাঁচ শতাধিক তথ্যবিবরণী, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সহস্রাধিক সংবাদপত্র এবং বেতার ও টেলিভিশনের সংবাদ থেকে সংগৃহীত ভাষাগত ভুলের শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল রূপ গ্রন্থটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুলের ব্যাখ্যাও তুলে ধরা হয়েছে। বানানের সূক্ষ্ম ভুল থেকে শুরু করে সংবাদে শব্দ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা, শিরোনাম ও ক্যাপশনে প্রচলিত ভুলের শুদ্ধ প্রয়োগ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে সংবাদ লিখনে করণীয়, সংবাদে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নামের ক্রম নির্ধারণে করণীয়-সহ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে কোনো ভুল থাকলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। আমি বিশ্বাস করি, গণমাধ্যমকর্মী, জনসংযোগ কর্মকর্তা, আগ্রহী পাঠক—সকলেই গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হবেন।

অক্টোবর ২০২৫ **মো. মামুন অর রশিদ**

ঢাকা

সূচিপত্র

১. সংবাদমাধ্যমের ভাষা ১১-১৩

২. সংবাদে প্রচলিত ভুল এবং করণীয় ১৪-১৩০

৩. বাংলা একাডেমির অভিধানভুক্ত শব্দের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমে ব্যবহৃত কিছু শব্দের বানানগত পার্থক্য ১৩১-১৩৪

৪. বিভক্তির শুদ্ধ প্রয়োগ ১৩৫-১৩৮

৫. সংবাদে তারিখ ও সময় লেখার নিয়ম ১৩৯-১৪০

৬. শব্দ সংক্ষিপ্তকরণে প্রচলিত ভুল ১৪১-১৪৩

৭. শব্দের বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ ১৪৪-১৪৫

৮. বহুবচনবোধক শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগজনিত ভুল ১৪৬-১৪৭

৯. সময়-নির্দেশক শব্দ লেখার ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুল ১৪৮

১০. বানানে ও-কার বিভ্রান্তি ১৪৯-১৫২

১১. সংবাদে যতিচিহ্নের ব্যবহার ১৫৩-১৬১

১২. সংবাদে শব্দ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা ১৬২-১৬৫

১৩. সংবাদে পরিভাষা ব্যবহারে করণীয় ১৬৬-১৭৩

১৪. সংবাদবিজ্ঞপ্তি লেখার ক্ষেত্রে করণীয় ১৭৪-১৭৫

১৫. প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে সংবাদ লিখনে করণীয় ১৭৬-১৮২

১৬. সংবাদে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নামের ক্রম নির্ধারণে বিশেষ সতর্কতা ১৮৩-১৮৪

১৭. সংবাদে ভাষা ব্যবহারে নিরপেক্ষতা ১৮৫-১৮৬

১৮. সংবাদে ব্যবহৃত 'বলেন' শব্দটির নানান রূপ ১৮৭-১৯৮

১৯. শিরোনামে প্রচলিত ভুল এবং করণীয় ১৯৯-২০৯

২০. ক্যাপশন লেখার ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুল এবং করণীয় ২১০-২২০

২১. তথ্যবিবরণী থেকে সংবাদ ২২১-২২৫

২২. শব্দে ফাঁক-অফাঁক ২২৬-২৬৫

২৩. ভ্রমপ্রবণ শব্দাবলির শুদ্ধ বানান ২৬৬-২৮৯

২৪. বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ২৯০-৩০৩

সংবাদে প্রচলিত ভুল এবং করণীয়

সংবাদে বাংলা লেখার ক্ষেত্রে যেসব ভুল হয়, সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো অজ্ঞতাজনিত ভুল; অপরটি মুদ্রণজনিত ভুল। সংবাদ যেহেতু দ্রুত লিখতে হয়, তাই সংবাদে মুদ্রণজনিত ভুলের সংখ্যা শূন্যে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তবে, কোনো গণমাধ্যমকর্মীর চেষ্টা থাকলে সংবাদে অজ্ঞতাজনিত ভুল অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। সংবাদে অজ্ঞতাজনিত প্রচলিত কিছু ভুলের শুদ্ধ প্রয়োগ এই অধ্যায়ে উদাহরণ-সহ উপস্থাপন করা হলো :

অশুদ্ধ রূপ : <u>বোতলজাত</u> সয়াবিন তেলের দাম বেড়েছে।

(বোতলে ধারণকৃত অর্থে 'বোতলজাত' শব্দটি বহুলপ্রচলিত। 'বোতলজাত সয়াবিন তেল'-এর অর্থ দাঁড়ায়, বোতলে উৎপন্ন সয়াবিন তেল—যা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই, 'বোতলজাত'-এর পরিবর্তে 'বোতলবদ্ধ' শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে।)

শুদ্ধ রূপ : <u>বোতলবদ্ধ</u> সয়াবিন তেলের দাম বেড়েছে।

অশুদ্ধ রূপ : <u>টিনজাত</u> খাদ্যসামগ্রীর নিরাপদ সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বেশ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন।

শুদ্ধ রূপ : <u>টিনবদ্ধ</u> খাদ্যসামগ্রীর নিরাপদ সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বেশ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন।

দুর্বল রূপ : প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর স্পিকার সংসদের অধিবেশন সমাপ্ত করেন।

শুদ্ধ রূপ : প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর স্পিকার সংসদের অধিবেশন মুলতুবি করেন।

(সংসদের অধিবেশন 'সমাপ্ত' বা 'স্থগিত' হওয়া বুঝাতে 'মুলতুবি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।)

দুর্বল রূপ : বিরোধীদলীয় ওই সাংসদ বলেন, ...মন্ত্রী সংসদে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন।

শুদ্ধ রূপ : বিরোধীদলীয় ওই সংসদ সদস্য দাবি করেন, ...মন্ত্রী সংসদে অসত্য বিবৃতি দিয়েছেন।

('মিথ্যা' সংসদীয় শব্দ নয়। সংসদে 'মিথ্যা'র পরিবর্তে 'অসত্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাই, সংসদ-সংক্রান্ত সংবাদে 'মিথ্যা' শব্দটি লেখা উচিত নয়।

'সংসদ সদস্য' বুঝাতে 'সাংসদ' শব্দটি গণমাধ্যমে বহুলব্যবহৃত। 'সাংসদ' শব্দটি বাংলা একাডেমির অভিধানভুক্ত। 'সাংসদ' অর্থ সংসদ বা আইনসভার সদস্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'সাংসদ' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত নয়। সেই বিবেচনায় সংবাদমাধ্যমে 'সাংসদ'-এর পরিবর্তে 'সংসদ সদস্য' লেখাই উত্তম।)

বক্তার বলা 'আমরা' শব্দটির সংবাদে ব্যবহৃত নানান রূপ

বক্তব্যে পদস্থ অনেকেই 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেন। সংবাদে ব্যবহৃত পরোক্ষ উক্তিতে বক্তার বলা 'আমরা' শব্দটি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা হলো :

প্রত্যক্ষ উক্তি : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, ''আমরা সাংবাদিকদের কল্যাণে ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।''

সংবাদে ব্যবহৃত পরোক্ষ উক্তি : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, মন্ত্রণালয় সাংবাদিকদের কল্যাণে ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

প্রত্যক্ষ উক্তি : বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, ''আমরা প্রতি বছরে একটি বিসিএস পরীক্ষা শেষ করার পরিকল্পনা করছি।''

সংবাদে ব্যবহৃত পরোক্ষ উক্তি : বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, কমিশন প্রতি বছরে একটি বিসিএস পরীক্ষা শেষ করার পরিকল্পনা করছে।

প্রত্যক্ষ উক্তি : প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমরা যত দিন দায়িত্বে থাকব, তত দিন মানুষের কল্যাণে কাজ করব।''

সংবাদে ব্যবহৃত পরোক্ষ উক্তি : প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার যত দিন দায়িত্বে থাকবে, তত দিন মানুষের কল্যাণে কাজ করবে।

একই বাক্যে কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্যের প্রয়োগজনিত ভুল

অনেকেই একই বাক্যে কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্য একসঙ্গে ব্যবহার করেন। এটি সঠিক নয়। একটি বাক্যে একাধিক বাচ্য একসঙ্গে ব্যবহার করলে বাক্যটি অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। তাই, একটি বাক্যে একাধিক বাচ্যের প্রয়োগ পরিহার করতে হবে।

অশুদ্ধ রূপ : নতুন প্রজন্মের সাহসিকতা আমাদের আশান্বিত করে।

শুদ্ধ রূপ : নতুন প্রজন্মের সাহসিকতা আমাদের আশা জাগায়।

অথবা, নতুন প্রজন্মের সাহসিকতায় আমরা আশান্বিত হই।

('-ইত' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ সাধারণত কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত হয়।)

অশুদ্ধ রূপ : রাজশাহীকে সবুজ নগরীতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শুদ্ধ রূপ : রাজশাহীকে সবুজ নগরীতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অশুদ্ধ রূপ : সভায় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান হয়েছে।

শুদ্ধ রূপ : সভায় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

অথবা, সভায় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

সভায় প্রস্তাবটি উপেক্ষিত হয়েছে।

ত্রিদেশীয়/ত্রিদেশ/তিন দেশ

'ত্রিদেশীয়' শব্দটি অশুদ্ধ নয়। তবে, অনেক ক্ষেত্রেই শব্দটির অশুদ্ধ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন : 'ত্রিদেশীয় সিরিজ', 'ত্রিদেশীয় সফর' প্রভৃতি। 'দেশীয়' অর্থ দেশজাত, দেশসম্বন্ধীয়, দেশে প্রচলিত। 'দেশীয়' শব্দটির অর্থ বিবেচনায় নিলে 'ত্রিদেশীয় সিরিজ' ও 'ত্রিদেশীয় সফর' বাক্যাংশ দুটি অর্থহীন হয়ে যায়।

অশুদ্ধ রূপ : ত্রিদেশীয় সিরিজে আরেকটি দুর্দান্ত জয় পেয়েছে বাংলাদেশ।

শুদ্ধ রূপ : ত্রিদেশের সিরিজে আরেকটি দুর্দান্ত জয় পেয়েছে বাংলাদেশ।

অথবা, তিন দেশের সিরিজে আরেকটি দুর্দান্ত জয় পেয়েছে বাংলাদেশ।

অশুদ্ধ রূপ : ত্রিদেশীয় সফর শেষে দেশে ফিরেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

শুদ্ধ রূপ : তিন দেশ সফর শেষে দেশে ফিরেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

'ত্রিদেশীয়' শব্দটির শুদ্ধ প্রয়োগ :

অনুষ্ঠানে ত্রিদেশীয় সংস্কৃতি সফলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।
মেলায় ত্রিদেশীয় পণ্য প্রদর্শিত হয়েছে।

সংবাদে শব্দ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা

মূল বার্তাকে ঠিক রেখে সংবাদকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত—দুইভাবেই প্রকাশ করা যায়। সংবাদপত্রে কোনো সংবাদের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা এবং ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের সম্প্রচারের সময়সীমা বিবেচনা করে অনেক সময় সংবাদকে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হয়। এজন্য সাংবাদিক ও সম্পাদককে শব্দ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হয়। সংবাদে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক শব্দের পরিবর্তে একটি যথাযথ শব্দ ব্যবহার করা যায়।

এই অধ্যায়ে শব্দ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা উদাহরণ-সহ উপস্থাপন করা হলো :

বাক্য/বাক্যাংশ	**বাক্য/বাক্যাংশে শব্দ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা**
সিদ্ধান্ত **গ্রহণ করা** হয়েছে	সিদ্ধান্ত **গৃহীত** হয়েছে
	সিদ্ধান্ত **নেওয়া** হয়েছে
এক অফিস **আদেশের মাধ্যমে** এই মূল্য **নির্ধারণ করা** হয়েছে।	এক অফিস **আদেশে** এই মূল্য **নির্ধারিত** হয়েছে।
গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে	২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে
জরিমানা **আদায় করা হয়** এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়	জরিমানা **আদায়** এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়

কারখানাগুলো **বন্ধ করে দেওয়া** হয়েছে	কারখানাগুলো **বন্ধ করা** হয়েছে
বিশেষ **অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন**	বিশেষ **অতিথির বক্তব্য দেন/** বিশেষ **অতিথির বক্তৃতা করেন**
প্রকল্প **বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে**	প্রকল্প **বাস্তবায়নে**
সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ **গ্রহণ করা** উচিত	**সরকারি-বেসরকারি** উদ্যোগ **নেওয়া** উচিত
বরাদ্দপত্রে উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী	**বরাদ্দপত্রের শর্তানুযায়ী**
বাসার **দখলভার গ্রহণ করেন**	বাসার **দখল নেন**
প্রতারণা করার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে	**প্রতারণার দায়ে** শাস্তি দেওয়া হয়েছে
কমিটি **গঠন করা** হয়েছে	কমিটি **গঠিত** হয়েছে
সুপারিশ **অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য**	সুপারিশ **বাস্তবায়নে**
প্রধান **অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে**	প্রধান **অতিথির বক্তব্যে**
বিশেষ **অতিথি হিসেবে উপস্থিত** ছিলেন	বিশেষ **অতিথি ছিলেন**
চার **সদস্যবিশিষ্ট** কমিটি গঠন করা হয়েছে	চার **সদস্যের** কমিটি গঠন করা হয়েছে

সংবাদে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নামের ক্রম নির্ধারণে বিশেষ সতর্কতা

সংবাদে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নাম পাশাপাশি লেখার ক্ষেত্রে নামের ক্রম নির্ধারণে প্রায়শ বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। এই বিভ্রান্তি এড়াতে 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' অনুসরণ করতে হবে। তবে, যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স'-এর আওতায় পড়েন না, কিন্তু সামাজিক মর্যাদা রয়েছে, তাঁদের নামের ক্রম নির্ধারণে প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করা যেতে পারে।

আবার একই পদের একাধিক ব্যক্তির নামের ক্রম নির্ধারণেও অনেকে বিভ্রান্তিতে পড়েন। উদাহরণস্বরূপ, একটি অনুষ্ঠানে সরকারের একাধিক উপদেষ্টা যদি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে সংবাদে তাঁদের নামের ক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে থাকা উপদেষ্টাগণের নামের তালিকার ক্রম-অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। অনুরূপভাবে মন্ত্রীগণের নামের ক্রমও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে থাকা তালিকার ক্রম-অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে পদবি, গ্রেড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নামের ক্রম নির্ধারিত হবে।

মো. মামুন অর রশিদ

লেখক- পরিচিতি :

মো. মামুন অর রশিদ ৩৬তম বিসিএস তথ্য ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। তাঁর জন্ম কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার দক্ষিণ উমানন্দ গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কয়েক মাস সাপাহার সরকারি কলেজে রসায়নের প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে বিসিএস তথ্য ক্যাডারে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিনিয়র তথ্য অফিসার) পদে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে কর্মরত। এর আগে তিনি আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর; জেলা তথ্য অফিস, লালমনিরহাট ও জেলা তথ্য অফিস, নীলফামারীতে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের মহাসচিব নির্বাচিত হন। চাকরির পাশাপাশি তিনি লেখালিখি করতে পছন্দ করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– 'স্বাচ্ছন্দ্যে শুদ্ধ বাংলা বলা ও লেখা', 'দাপ্তরিক পত্রে বড়ো ভুলের ছোটো সমাধান', 'A Practical Handbook for English Spelling and Pronunciation', 'বাংলাদেশের জেলা তথ্য অফিসের একাল-সেকাল' ও 'বিসিএস তথ্য ক্যাডার সম্পর্কিত বিষয়াদি'। তিনি পত্রিকায় নিয়মিত ফিচার লেখেন। তাঁর লেখা শতাধিক ফিচার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

প্রচ্ছদ- শিল্পী : সুবর্ণা শীল